**বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ১৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, বৃহস্পতিবার, ২৫ চৈত্র ১৪১৬, ০৮ এপ্রিল ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্যগণ,

দেশী-বিদেশী অতিথিবর্গ ও সুধিবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরাই পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে বৈষম্যপূর্ণ দুই পাকিস্তান-এর তত্ত্ব উপস্থাপন করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্বশাসিত অর্থনীতির কথা বলেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা সেল পরিচালনা করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, সুখী-সমৃদ্ধ গড়তে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক আনিসুর রহমান-এর কথা। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তারা প্রণয়ন করেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

এ দেশের অর্থনীতিবিদদের মূল ধারাটি দেশ ও দেশের মানুষের কথা চিন্তা করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও এ দেশের মাটি ও মানুষের দল। সেকারণেই, অর্থনীতিবিদদের অনেকেই গত নির্বাচনে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ‘দিন বদলের সনদ' প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছেন।

আপনাদের এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ‘‘মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর অর্থনীতি¾কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই''। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই বিষয়টি নির্ধারণের জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

সুধিবৃন্দ,

আমি অর্থনীতিশাস্ত্রের ছাত্র নই। তবে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে আর সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যা বুঝি তাহলো, যেসব সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে, দারিদ্র্য বিমোচন করে এবং প্রবৃদ্ধিকে উজ্জীবিত করে সেসব কর্মকান্ডই অর্থনীতির মূল বিষয় হওয়া উচিত।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে সে স্বপ্নকেই হত্যা করা হয়েছে।

এরপর দীর্ঘ ২১ বছর কখনও সামরিক আবার কখনও বেসামরিক লেবাসে স্বৈরশাসকেরা এদেশ শাসন করেছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়া।

অর্থনীতিবিদরাই হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, যদি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হ'ত, যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হ'ত এবং সেই সাথে যদি বঙ্গবন্ধুর অন্যতম স্বপ্ন অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে কৃষি সমবায় গড়ে উঠত, তাহলে আজ আমাদের মাথাপিছু আয় মালয়েশিয়ার তুলনায় বেশি হ'ত।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশকে কয়েক যুগ পিছিয়ে দেওয়া হ'ল। সৃষ্টি হ'ল অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন, যা রাজনীতিকেও দুর্বৃত্তায়িত করল। গণতান্ত্রিক চর্চার পথ রুদ্ধ করা হল। উন্নয়নের নামে অনুন্নয়নের দুষ্টচক্রে বাঁধা পড়ে গেল বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু হত্যার ২১ বছর পরে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করলাম। আমাদের পাঁচ বছর ছিল মানুষের জন্য সুবর্ণ সময়, ছিল উন্নয়ন আর গণতন্ত্রের সুবাতাস। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ছিল। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ-জ্বালানি এবং অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই অর্জিত হয়েছিল অভাবিত সাফল্য।

২০০১ সালের কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বিএনপি-জামাত জোট তাদের যাত্রা শুরু করল প্রতিহিংসার রাজনীতি দিয়ে।

রাজনীতিতে যখন প্রতিহিংসা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তখন অর্থনীতি কখনও জনকল্যাণকামী হতে পারে না। অর্থনীতিবিদরাই হিসেব করে দেখিয়েছেন যে জোট সরকারের পাঁচ বছরে সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে জনগণের পকেট থেকে ২ লাখ ৮৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা লুট করা হয়েছিল।

কিন্তু এ দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, গ্রামের মানুষ, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ- এসব সহ্য করেনি। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন তার সুষ্পষ্ট প্রমাণ। জনগণ দিন বদলের সনদ ও রূপকল্প ২০২১ এর পক্ষে রায় দিয়ে আমাদের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ বলেছিলাম যে জনগণের রায়ে সরকার গঠন করতে পারলে আমরা ৫টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেব। সেগুলো হল (১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবিলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, (২) দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, (৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন, (৪) দারিদ্র্য বিমোচন, এবং (৫) সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

আমরা দ্রব্যমূল্য কমাতে সক্ষম হয়েছি। বিশ্বমন্দা মেকাবিলা করে অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছি। মুদ্রাস্ফীতি ১১ ভাগ থেকে কমিয়ে ৫ ভাগ এ আনতে পেরেছি।  বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ প্রথমবারের মত ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আমার নিজস্ব একটা উন্নয়ন দর্শন আছে। আর তা হচ্ছে দেশের সিংহভাগ গ্রামীন দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন। ভূমিহীন, প্রান্তিক জনগোষ্টির উন্নয়ন। আর এজন্য আমি মনে করি, শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেই হবে না, এই প্রবৃদ্ধির ফসল যাতে দরিদ্র মানুষের ঘরে পৌঁছে তার উপায় বের করতে হবে। আমাদের উন্নয়ন নীতিমালায় সে বিষয়টির উপর বেশি জোর দিয়েছি। এ জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সারের মূল্য ৯০ টাকা থেকে ২২ টাকা করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য কৃষিকার্ড এবং কর্মসংস্থানের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বাড়ান হয়েছে সরকারি কর্মচারি-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা।

আমি মনে করি উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এজন্য গত নির্বাচনে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা ২০২১ সাল পর্যন্ত করণীয় সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি। আমাদের ধারণাপত্রকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ব্যাপারে আমি আমাদের সাহায্য চাই।

বিদ্যুৎ ঘাটতি এখনও আমরা পুরোপুরি মোকাবিলা করতে পারিনি। এ ব্যর্থতা আমাদের নয়। জোট সরকারের ৫ বছর এবং পরবর্তী ২ বছরে জাতীয় গ্রিডে কোন বিদ্যুৎ যোগ হয়নি। বরং অবাধে লুটপাট হয়েছে এ খাতে। নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

আমরা বসে নেই। আমরা এসব সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করছি। আমাদের গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে ৯০২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ইতোমধ্যে ৭০০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। চলতি বছরে আর সাড়ে ৭ শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হবে। ২০১১ সালে যোগ হবে ১১৭৯ মেগাওয়াট, ২০১২ সালে ১১৬৯ মেগাওয়াট, ২০১৩ সালে ২২৭৫ মেগাওয়াট, ২০১৪ সালে ১৩২০ মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ২৬০০ মেগাওয়াট।

সমবেত সুধিবৃন্দ,

এ সম্মেলনে সমিতির সদস্যবৃন্দ ১২টি কর্ম অধিবেশনে প্রায় ১০০টি প্রবন্ধ পাঠ করবেন। আমার অনুরোধ আপনারা মূল প্রতিপাদ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ‘‘রূপকল্প ২০২১'' বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে আমাদের কাছে পাঠাবেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আমরা আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে সংযোজন করতে চাই। আমি ‘‘রূপকল্প ২০২১'' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট ১৪টি বিষয়ের প্রতি আপনাদের গুরুত্ব দিতে অনুরোধ করব। বিষয়গুলো হচ্ছে:

১.         বণ্টন-ন্যায্যতাসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

২.         অধিকতর ফলপ্রদ ও উৎপাদনশীল কৃষি

৩.         অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি (মজুরী ন্যায্যতাসহ)

৪.         শিল্পায়ন: ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (স্ব-কর্মসংস্থানসহ)

৫.         কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার

৬.         জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি জ্ঞানসহ)

৭.         নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি

৮.         শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত

৯.         সুসংগঠিত সামাজিক বীমা ব্যবস্থা (সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি; শস্য বীমা ইত্যাদি)

১০.       উন্নয়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পথ-পদ্ধতি

১১.        রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির পরিবর্তন

১২.       জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ানোর অর্থনৈতিক কাঠামো

১৩.       আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সৃজনশীল পথসমূহ এবং

১৪.        জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে বিশ্বায়নের সুযোগ গ্রহণের সর্বোচ্চকরণ।

অর্থনীতি সমিতির সদস্যবৃন্দ,

আমি খুশী হয়েছি যে, এ বছর আপনারা তিনজন দেশবরেণ্য গুণীকে অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক সম্মাননা ২০১০ প্রদান করছেন। তাঁরা হচ্ছেন ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস, শাহ এসএএমএস কিবরিয়া, এবং সাংবাদিক বজলুর রহমান। তিনজনই প্রয়াত। আশা করব ভবিষ্যতেও এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

অর্থনীতিবিদদের গবেষণা-শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে স্কুল অব ইকোনমিকস এখন পৃথিবীর বহু দেশেই সর্বোচ্চ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ‘ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিকস' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। এটি একটি সুদূর প্রসারী মহৎ উদ্যোগ। সরকার প্রধান হিসেবে আমি ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিকস এর অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাঁচ একর সরকারি জমি-বরাদ্দের ঘোষণা দিচ্ছি। আশা করি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও প্রতিষ্ঠিতব্য ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিকস ‘‘রূপকল্প ২০২১'' বাসত্মবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এ সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---